



অনাদরিদরিংগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৩/২৮)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চদীনন্দবগ্নিহঃ ।
অনাদরিদরিংগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ (ব্রহ্মসংহতি ৫/১)

আবারও বলা হয়.ছে[]

বদৈকি শাস্ত্রং ভগবান্নে বর্ণনা করে বলা হয়.ছে-----
(শ্বতোশ্বতর উপনিষদ ৬/৭[]৮)

“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দবৈতম্।
পতং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বদাম দেবং ভুবনশেমীড্যম্”।।
“ন তস্য কার্যং করণং চ বদ্যতেন তং সমশ্চাভ্যধিকিশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তিবিসিধিবৈ শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ”।।

অথাৎ ---- “ভগবান্ অন্যান্য সমস্ত ঈশ্বরদেরও পরম ঈশ্বর এবং সমস্ত
দেবতাদেরও পরম দেবতা। সকলেই তাঁর নিয়ন্তাধীন। সমস্ত জীবরো পরমেশ্বর
ভগবান্নে দ্বারাই কবেল বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত হয়. থাকনে; তাঁরা কউে ভগবান্ নন।

তিনি সমস্ত দেবতাদের পূজ্য এবং সমস্ত পতদ্বিরে পরম পতি। তাই তিনি এই জড় জগতের সমস্ত অধিপতি ও ন্যূনতর উর্ধ্ববে এবং সকলের পূজ্য। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কউে নহে এবং তিনি সর্ব কারনের কারণ”। (ব্রহ্মসংহিতার ৫/১ বলছে, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবগ্রহঃ। অনাদরিাদরিগোবন্দিঃ সর্বকারণকারণম্।।) “তাঁর দহে সাধারণ জীবরে মতো নয়। তাঁর দহে এবং তাঁর আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নহে। তিনি পূর্ণ, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অপ্ৰাকৃত। তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই যেকোন ইন্দ্রিয়ের কর্মসাধন করতে পারে। তাই তাঁর থেকে মহৎ আর কউে নহে বা তাঁর সমকক্ষও কউে নহে। তাঁর শক্তি অসীম ও বহুমুখী, তাই তাঁর সমস্ত কর্ম স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হয়। যায।।

